সাহস শক্তি সক্রিয়তা

হিন্দু সংহতি-র

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন–২০১২

স্থান-ঠাকুরনগর বাজার খেলার মাঠ

২৫শে নভেম্বর, রবিবার, বেলা ২টা

নেতৃত্বে—শ্রী তপন কুমার ঘোষ

'হিন্দু সংহতি' প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য প্রত্যন্ত গ্রাম সহ, সারা রাজ্যের হিন্দুর পায়ের তলার মাটি রক্ষা এবং মাথা উঁচু করে হিন্দুর আত্মসম্মান রক্ষা। আমাদের প্রিয় নেতা শ্রী তপন কুমার ঘোষ-এর দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের নির্দেশিত পথে অনেক এলাকার হিন্দুরা সংঘর্ষের মাধ্যমে অনেক ঘটনায় জয়লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছে। কিন্তু দেগঙ্গা, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়ার মত ব্লকে হিন্দুর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সংগ্রাম ও সংঘর্ষ দীর্ঘমেয়াদী আকার নিচ্ছে।

তেহট্ট ঃ—এই সরকারের পুলিশের হিন্দু বিরোধী কাজের উদাহরণ তেহট্টে হাউলিয়া মোড়ে পুলিশের গুলিতে অশোক সেন (৪৫) নিহত হন এবং সুধাময় ঘোষ সহ প্রায় ১০ জন গুরুতর আহত। দীর্ঘ ১২ বছর ধরে যে স্থানে সরকারি অনুমতি নিয়ে শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী পুজো চলছে, তার পাশের ঈদগায়ের কোন সমস্যা হয়নি। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূলের মুসলমান নেতাদের চাপে ঈদগা ময়দানের সম্প্রসারণের জন্য হিন্দুর ধর্মীয় অধিকার কেড়ে নিয়ে এবছর পুজোর অনুমতি বাতিল করলে, তেহট্ট ব্লকের ৫৬টি ক্লাব ও পূজা কমিটি সহ সমস্ত হিন্দুরা বিক্ষোভে অংশ নিয়ে রাস্তা অবরোধ করলে গত ১৪ই নভেম্বর পুলিশের গুলিতে নিরপরাধ হিন্দুর মৃত্যু ও হাউলিয়া সহ আশপাশের গ্রামগুলিতে হিন্দুদের ওপর পুলিশের পাশবিক অত্যাচার চলছে।

দেগঙ্গা ঃ—দেগঙ্গায় হিন্দুদের মনোবল এত ভেঙে পড়েছে যে, ২০১০ সালের ৬,৭,৮ই সেপ্টেম্বরের সেই কালো দিনগুলোর মতো এখনো বিনা বাধায় বিভিন্ন গ্রামে হামলা, আক্রমণ, অপমান হলেও, কোন গ্রামে হিন্দু যুবকেরা সামান্যতম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি, তাই মুসলিম আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে বা মা-বোনের সম্মান বা ইজ্জত রক্ষার জন্য পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতাদের উপর নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে। এখনও দেগঙ্গা ব্লকে কোন হিন্দু সংগঠনকে হিন্দুর উপর অন্যায় আক্রমণের প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক অধিকারে প্রকাশ্যে কোন মিটিং করা তো দূরের কথা সামান্য প্রচারপত্র ও পোস্টার মারতেও পুলিশের বাধার সামনে পড়তে হয়। মুসলমানদের এমন দুর্বিষহ অত্যাচার, অপমান ও দেগঙ্গায় হিন্দুর গণতান্ত্রিক অধিকার হরণকারী পুলিশের ন্যাক্কারজনক ভূমিকা, দেগঙ্গায় হিন্দু যুবকেরা আর কতদিন নীরবে সহ্য করবেন?

খাবড়াপোতা ঃ—অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী মুসলমান ও স্থানীয় মুসলমানদের অত্যাচারে দেগঙ্গা ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম, গোলাবেড়িয়া, বেলেঘাটা, বারাসাতের কদম্বগাছির হিন্দুদের মত, সীমান্ত এলাকায় বহু গ্রাম থেকে হিন্দুরা এলাকা থেকে পালানোর ফলে বহু গ্রাম এখন সম্পূর্ণ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের দখলে। এরমধ্যে খাবড়াপোতা, মোল্লাডাঙা, ভূমিতলা, চারঘাট এলাকায় কিছু হিন্দু যুবক দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই সংঘর্ষ করে বহু বার এলাকা ছাড়া এবং জেল খাটতে হয়েছে। এলাকায় জমির জালকারবারি জমি মাফিয়া, মাদ্রাসা ও মসজিদ কমিটির স্বরূপনগর ব্লক সভাপতি মৌলবাদী শেখ মোব্বাসের হোসেন ওরফে লাল মিঞা বহুদিন ধরে বে-আইনিভাবে হিন্দুদের দেবোত্তর সম্পত্তি ও মন্দির দখল করে রেখেছে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে এলাকার হিন্দুদের বহুবার গ্রাম ছাড়া ও মিথ্যা মামলায় জেল খাটতে হয়েছে। শ্রী কামদেব বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি শ্রীশ্রী ঠাকুরবর নামে পরিচিত, তার নিজস্ব প্রায় ৫৪ বিঘা জমির উপর তার পুণ্যসমাধি মন্দির যা দেবোত্তর সম্পত্তি রূপে ভূমি দপ্তরে রেকর্ডভুক্ত হয়।

গত সি.পি.এম. সরকারের আমলে স্বরূপনগর থানার ও.সি. জুলফিকার মোল্লা, অঞ্চল প্রধান জাহানারা বেগম, ব্লক সভাপতি মোঃ রাজীব মণ্ডল ও লাল মিঞারা, গ্রামের হিন্দুদের ভয় দেখিয়ে এবং পুলিশি অত্যাচারে গ্রাম ছাড়া করে রেখে পুলিশ পাহারায় রাতারাতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ভাবে ঠাকুরবরের জায়গায় মন্দিরের সামনে মসজিদ তৈরি করে, এবং প্রতিবাদী হিন্দু ছেলেদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে ও.সি. জুলফিকার নিরাপরাধ হিন্দু ছেলেদের গ্রেফতার করে জেলে ঢুকিয়ে দেয়। এবং ১৪১৬ সালের চৈত্র সংক্রান্তির চড়কমেলা ওই বে-আইনি মসজিদের নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে বন্ধ করে দেয়।

এইসব ঘটনার প্রতিবাদে প্রচারপত্র ছেপে ২০১১ সালের ২২ মে 'হিন্দু সংহতি'র পক্ষ থেকে চারঘাট বাজারে জনসভার ডাক দেওয়া হয়। সেই প্রচারপত্র প্রশাসনের হাতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সংহতি-র কর্মীদের ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে সভা বানচাল করতে বিফল হয়ে, শান্তি বৈঠকের নামে চারঘাট মিলন মন্দির স্কুলে একটি সভায়, বসিরহাটের এস.ডি.পি.ও. শ্রী আনন্দ সরকার, স্বরূপনগর থানার আই.সি., বি.ডি.ও., বি.এল.আর.ও., সবাই মিলে এলাকায় হিন্দুদের এবং হিন্দু সংহতি-কে কথা দেয় ৩ মাসের মধ্যে এই সমস্যার প্রশাসনিকভাবে সমাধান করা হবে। তাদের কথায় আস্থা রেখে হিন্দু সংহতি তখনকার মত গণ-আন্দোলন স্থগিত রাখে। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রায় ২ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে কিন্তু সমস্যা সমাধান কল্পে কোন প্রশাসনিক উদ্যোগ কখনও দেখা যায়নি। অর্থাৎ এটা পরিষ্কার যে হিন্দুদের ধোঁকা দিয়ে গণ-আন্দোলন বন্ধ করার অপকৌশল মাত্র। এরকম বহু ঘটনায় প্রশাসনের কাছ থেকে হিন্দুরা ন্যায় বিচার পাচ্ছে না। তাই তীব্র গণ-আন্দোলন ও গণ-প্রতিরোধ ছাড়া ন্যায়বিচার পাওয়ার অন্য কোন রাস্তা হিন্দুর সামনে খোলা নাই এটা প্রমাণিত।

হিন্দু সংহতির পক্ষে শ্রী সুখেন বিশ্বাস, ৯৩৩১৯৬৮১৭৬ দ্বারা প্রচারিত ও ৫নং, ভুবন ধর লেন, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।